তোমার জন্যই আমরা, ও দিদি ...

তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে নতুন বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চের পাশে আলাদা করে বসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রশান্ত কিশোর। (নীচে) দলনেত্রী ঘোষণার পর মমতার নামে জয়ধ্বনি বিধায়কদের। সোমবার কলকাতায়। – সংবাদচিত্র

মমতায় আস্থা বিরোধীদের

দিদিকে দায়িত্বে চান পাওয়ার

কলকাতা, ৩ মে : উত্তরপ্রদেশকে এতদিনে টেক্কা দিল পশ্চিমবঙ্গ। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বলা হয়, নয়াদিল্লির মসনদ দখল করার আগে লখনউয়ের তখত জয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ সাত দশক ধরেই এটাই ভারতীয় রাজনীতির ট্রেন্ড। কিন্তু ২০২৪ সালের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের আগে উত্তরপ্রদেশকে পিছনে ফেলে গুরুত্বের নিরিখে এক লহমায় অনেকটাই এগিয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটের ফলাফল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা–র অশ্বমেধের ঘোড়া প্রবল ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ায় সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বিজয়োল্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। বিজেপিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি, প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি, এনসিপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, সপা সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সিপিআই(এম–এল) লিবারেশন নেতা দীপংকর ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে কৃষক নেতা রাকেশ সিং টিকাইট, সমাজকর্মী মেধা পাটেকার, প্রত্যেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সর্বশক্তিমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূলনেত্রী একা হাতে যেভাবে লড়াই করেছেন এবং জয়ী হয়েছেন, তাকে সামনে রেখে এবার মিশন ২০২৪–এর প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিজেপি বিরোধী দল।

প্রত্যেকেই মনে করছেন, আগামী লোকসভা ভোটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতা দখল করা থেকে যদি কেউ আটকাতে পারেন তাহলে তিনি হলেন তৃণমূল কংগ্রেসনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতাকে যেভাবে বিজেপি বিরোধী দলগুলির নেতানেত্রীরা কুর্নিশ জানিয়েছেন, তাতে ২০২৪–এ মোদির বিকল্প হিসেবে দিদির নামের পক্ষে সওয়াল ক্রমশ বাড়ছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, কংগ্রেস তো বটেই, ইউপিএ–র তরফেও মমতার এই লড়াই এবং জয়ের স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। শারদ পাওয়ার ইউপিএ–র চেয়ারপার্সন কিংবা আহ্বায়ক পদে তৃণমূলনেত্রীকে বসানোর সুপারিশ করে ফেলেছেন।

মমতাকে মোদি বিরোধী শক্তির মুখ হিসেবে তুলে ধরার ব্যাপারে ইতিমধ্যে কংগ্রেস হাইকমান্ডের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই ব্যাপারে কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ ব্রিগেড অর্থাৎ জি–২৩ শিবিরের নেতাদেরও একপ্রকার সমর্থন রয়েছে। মমতাকে সামনে রেখে লড়াইয়ের ব্যাপারে কংগ্রেসের যে নেতা সর্বাধিক সক্রিয়তা দেখাচ্ছেন তাঁর সঙ্গে যুব কংগ্রেসে থাকার সময় থেকে তৃণমূলনেত্রীর যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক। নেহরু–গান্ধি পরিবার ঘনিষ্ঠ ওই নেতা এর আগে সোনিয়া–রাহুলের সঙ্গে জি–২৩ শিবিরের নেতাদের সন্ধির ব্যাপারেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

জানা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের জনাদেশ বেরোনোর পর ইউপিএ–র নেতৃত্বভার মমতার হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সোনিয়া ও রাহুল গান্ধিরও খুব একটা আপত্তি নেই। কংগ্রেসের অন্দরে ইতিমধ্যে নেতৃত্ব সংকট নিয়ে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিরাট শূন্যপ্রাপ্তি এবং কেরল–অসম–পুদুচেরিতে পরাজয়ের পর সেই প্রশ্নের সংখ্যা আরও বেড়েছে। কিন্তু নেহরু–গান্ধি পরিবারকে বাদ দিয়ে যে কংগ্রেসের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ থাকা কঠিন সেই ব্যাপারে দলের সকলেই একমত। তাছাড়া নেহরু–গান্ধি পরিবারের সঙ্গে মমতার সম্পর্ক যথেষ্ট মসৃণ। রবিবার ভোটে জেতার পর টুইট করে মমতাকে অভিনন্দন জানান রাহুল গান্ধি। টেলিফোনে অভিনন্দন জানান সোনিয়া গান্ধিও। এর আগে ইউপিএ চেয়ারপার্সন পদে এনসিপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারকে বসানোর দাবি তুলেছিলেন শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। কিন্তু কংগ্রেস সেই দাবি মানেনি। কিন্তু বিজেপিকে একা হাতে রুখে দেওয়ার পর মমতার হাতে ইউপিএ–র দায়িত্ব তুলে দিতে কংগ্রেস হাইকমান্ডের খুব একটা দ্বিধা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে জ্যোতি বসু, প্রণব মুখোপাধ্যায়, এবিএ গণিখান চৌধুরী, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির পর একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সর্বাধিক প্রভাবশালী বাঙালি মুখ। রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে তো বটেই, প্রশাসক হিসেবেও তিনি ইতিমধ্যে তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন।

বিজেপিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি, প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি, এনসিপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, সপা সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সিপিআই(এম এল) লিবারেশন নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য প্রত্যেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বিজেপির অর্থবলকে কটাক্ষ জঙ্গলমহলের বিজয়ীদের

বাঁকুড়া, ৩ মে : জঙ্গলমহলে খোলামকুচির মতো টাকা উড়িয়েও মানুষের রায় কিনতে পারেনি বিজেপি। বাঁকুড়ার বিজয়ী তিন তৃণমূল প্রার্থী এভাবেই তাঁদের জয় নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন। ২০১৯–এর লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহলে সাফ হয়ে গিয়েছিল তৃণমূল। এবারও নির্বাচনের আগে যে হাওয়া ছিল তাতে মনে হয়েছিল গেরুয়া ঝড়ে তৃণমূল হালে পানি পাবে না। কিন্তু নীরব ভোটাররা বিজেপির স্বপ্নের তাসের ঘর ভেঙে দিয়েছেন। বিজয়ীর শংসাপত্র হাতে নিয়ে বাঁকুড়ার রাইপুর বিধানসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ করে দেশের সমস্ত দলের উচিত সামনের লোকসভা নির্বাচনের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া।'

জঙ্গলমহলের আরেকটি আসন রানিবাঁধ। লোকসভায় এই আসনে বিজেপি ৪০ হাজারের বেশি ভোটে লিড নিয়েছিল। এবার সেই আসনে পুনর্নির্বাচিত হলেন তৃণমূলের জ্যোৎস্না মান্ডি। তিনি বলেন, 'বাংলার ভোটে যে মোদি–শা'র দাপট চলবে না তা জঙ্গলবাসী মানুষ আগেই আঁচ করেছিলেন। লোকসভা ভোটের মূল্য চোকাতে হচ্ছে জঙ্গলমহলকেও। তার মোক্ষম জবাব দিতে বাংলার মানুষের পাশে সহমত পোষণ করেছে রানিবাঁধ।' জঙ্গলমহলের নজরকাড়া আসন ছিল তালডাংরা। এখানে তৃণমূলের প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন দলবদলু একসময়ের তাঁরই সতীর্থ বিজেপির শ্যামল সরকার এবং সিপিএমের ডাকসাইটে নেতা তিনবারের বিধায়ক মনোরঞ্জন পাত্র। বিজয়ী হয়েই তিনি বলেন, 'খোলামকুচির মতো টাকা ছড়িয়ে জঙ্গলমহল কিনতে চেয়েছিল বিজেপি। একরাতেই সিমলাপাল ব্লকে ৭২ লাখ টাকা খরচ করেছে নরেন্দ্র মোদির দল। কিন্তু মানুষের রায় তারা কিনতে পারেনি।'

সাংবাদিকরাও করোনা যোদ্ধা, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩ মে : স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশের পর সাংবাদিকদের করোনা যোদ্ধার সম্মান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুরে কালীঘাটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মমতা। সেখানে তিনি বলেন, 'সমস্ত সাংবাদিককে আমি কোভিড যোদ্ধা ঘোষণা করছি। সাংবাদিকরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। কয়েকজন সাংবাদিক করোনার জন্য মারা গিয়েছেন। অনেকেই সংক্রামিত হয়েছেন। তাই সাংবাদিকদের আমি কোভিড যোদ্ধা ঘোষণা করছি। মুখ্যসচিবকে এই বিষয়টি নোট করে নিতে বলছি।' এদিন মমতা বলেন, 'আমি আগেই বলেছি, করোনা মোকাবিলা করাই আমার প্রথম কাজ। সেইমতো সরকার কাজ করছে। করোনার মধ্যেও সাংবাদিকদের কাজ করতে হচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সাংবাদিকদের কোভিড যোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি।' তবে সরকার স্বীকৃত সাংবাদিক যাঁরা নন, তাঁদের ব্যাপারেও আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে এদিন মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন।

অঙ্ক কষে কলকাতাকে সবুজ করল ঘাসফুল

বিশেষ সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ মে : কলকাতা ও লাগোয়া এলাকার আসনগুলিতে এবার বেশ ভালো ফল করেছে তৃণমূল। ২০১৬ সালে জেতা আসনগুলির মধ্যে লোকসভা নির্বাচনে কয়েকটি এলাকায় পদ্ম ফুটিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল বিজেপি। তাই অন্তত তিনটি আসনে এবার তৃণমূলের পক্ষে জয় পাওয়া নিয়ে বাড়তি দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু এবার সেই সব চ্যালেঞ্জকে জয় করে তৃণমূলের বিজয়রথ কোথাও কাদামাটিতে বসে যায়নি।

রাসবিহারী কেন্দ্রে ২০১৬ সালে ১৪,৫৬৩ ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকায় ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ৫ হাজার ভোটে এগিয়ে যায়। এবার ২০,৯৩১ ভোট পেয়ে আসনটি দখলে এনেছে তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজের আসন ভবানীপুর ছেড়ে নন্দীগ্রামে লড়তে যান। সেই সময়ে তিনি এই কেন্দ্রের বিধায়ক শোভনদেবকে নিজের কেন্দ্রে দাঁড় করিয়ে এলাকার জনপ্রিয় কাউন্সিলার দেবাশিস কুমারকে রাসবিহারী আসনে দাঁড় করান। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দেবাশিসের জনপ্রিয়তার হাওয়ায় উড়ে গিয়েছেন বিজেপি'র গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রত সাহা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, প্রার্থী হিসাবে তাঁর পরিচিতি বলে এলাকায় কিছুই ছিল না। এমনকি এলাকার মানুষজন বলছেন, কংগ্রেসের আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়কে ভোট প্রচারে দেখা গেলেও এই দুঁদে সেনা অফিসারকে সেভাবে খুঁজেই পাওয়া যায়নি।

পাশের কেন্দ্র ভবানীপুরে মমতা শোভনদেবকে একা ছেড়ে দেননি। কারণ, নিজে না দাঁড়িয়েও মমতা প্রতি মুহূর্তে নির্বাচনি ময়দানে হাজির ছিলেন। নন্দীগ্রামে পায়ে চোট পাওয়ার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই মমতা প্রথম হুইলচেয়ারে রোড শো করেন। রোড শোয়ের শেষে হাজরা মোড়ে প্রথম হুইলচেয়ার নিয়ে মঞ্চে ওঠেন মমতা। সেই সময়েই এলাকার মানুষকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে হাজরায় তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন, আবার হাজরাই তাঁকে রাজনৈতিক জীবনে প্রথম সারিতে এনেছে। সেই সভা ঘিরে সেদিন হাজরা মোড়ে মেলা বসে গিয়েছিল। সেদিনই কার্যত শোভনদেবের জয়ের পথ মসৃণ করে দিয়েছিলেন মমতা নিজেই। আর সেই ডিভিডেন্ড নিয়েই সাড়ে ২৮ হাজার ভোটে জিতেছেন শোভনদেব। কেউ মনেই রাখেনি লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে তৃণমূল মাত্র ৩১০০ ভোটে এগিয়েছিল।

উত্তর কলকাতায় ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের ফল তৃণমূল নেতাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছিল। জোড়াসাঁকোয় ৩৮৮২ ও শ্যামপুকুরে ২১৭০ ভোটে পিছিয়ে পড়েছিল তারা। মানিকতলায় তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও মার্জিন ছিল মাত্র ৮৬১। সেই সব কেন্দ্রে তৃণমূল হইহই করে জিতেছে। তৃণমূলের বিবেক গুপ্তা বিজেপির মীনাদেবী পুরোহিতকে ১২,৬৬৬ ভোটে হারিয়েছেন। শ্যামপুকুরে তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজা ২০১৬ সালে ১৩,১৫৫ ভোটে জিতেছিলেন। এবার তিনি জিতলেন ২২,০৮৫ ভোটে। মাণিকতলায় তৃণমূলের সাধন পান্ডে ২০১৬ সালে ২৫ হাজারের বেশি ভোটে জিতেছিলেন। এবার সিপিএমের রূপা বাগচি ১৩,৩৯০ ভোট পাওয়ার পরেও তিনি বিজেপি'র কল্যাণ চৌবেকে হারিয়েছেন ২০ হাজার ভোটে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, এবার কলকাতার কয়েকটি আসনে জনপ্রিয় ও সৎ ইমেজের কাউন্সিলারদের দাঁড় করিয়ে বাজিমাত করেছেন মমতা। এর মধ্যে অন্যতম অতীন ঘোষ ও দেবাশিস কুমার। টালিগঞ্জ কেন্দ্রে এবার তৃণমূলের অরূপ বিশ্বাসের আসন টলমল বলে রটেছিল। যদিও আখেরে দেখা গেল, বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বা সিপিএমের দেবদূত ঘোষের মতো প্রার্থী মিলিতভাবেও অরূপের সমান ভোট পেলেন না। অরূপ পেয়েছেন ১ লক্ষ ৪৯১ ভোট। বাবুল পেয়েছেন ৫১ হাজার ৬৪ ও দেবদূত পেয়েছেন ৪০ হাজার ২৬০ ভোট।

বালিগঞ্জ কেন্দ্রে এবারও মমতা আস্থা রেখেছেন প্রবীণ ও পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ওপর। এবার সর্বোচ্চ মার্জিনে জিতেছেন তিনি। ১,০৬,২২৩ ভোট পেয়ে তিনি ৭৫,১৬৯ ভোটে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়েছেন। এই কেন্দ্রে সিপিএমের প্রার্থী বিশিষ্ট সমাজসেবী ফুয়াদ হালিম পেয়েছেন ৮ হাজারের কিছু বেশি ভোট।

কলকাতা নিজেকে দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসাবে দাবি করে। তাই এখানে যে–কোনো দলের প্রার্থী নির্বাচন একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বলে মনে করে রাজনৈতিক মহল। সেদিক থেকে দেখতে গেলে মমতা একশো শতাংশ সফল বলে তারা মনে করছে। বেহালায় দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দমদমে ব্রাত্য বসুর মতো নাট্যব্যক্তিত্ব এবার হেলায় জিতে এসেছেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপি এ রাজ্যের নেতাদের চেয়ে বাইরের নেতাদের ওপর বেশি ভরসা রাখায় তাদের কাল হয়েছে। ওই নেতারা বাংলার সংস্কৃতি ও গরিমা সম্পর্কে আদৌ অবহিত নন। তাই বাঙালি অস্মিতার জাগরণ তাঁরা ধরতেই পারেননি। এর পাশাপাশি মহিলা ভোটাররা নানা ইস্যুতে একচেটিয়াভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন দিয়েছেন। এর ফলে জয়ের মার্জিন অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে কলকাতার বিভিন্ন আসনে।

কলকাতার দুই প্রবীণ বিধায়ক সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সোমবার তৃণমূল ভবনে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায়। – সংবাদচিত্র

অভিনেত্রী কঙ্গনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের কলকাতায়

কলকাতা, ৩ মে : বাংলায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টার অভিযোগে বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতের বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশে অভিযোগ জানালেন হাইকোর্টের আইনজীবী সুমিত চৌধুরী। কলকাতা পুলিশে তিনি ই–মেল করে অভিযোগ জানান।

ঘটনার সূত্রপাত, কঙ্গনার একটি টুইট ঘিরে। রবিবার টুইটারে তিনি লেখেন, 'বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় শক্তি। বাংলাকে কাশ্মীরের সঙ্গেও তুলনা করেন কন্ট্রোভার্সি কুইন। তিনি লেখেন, 'যা দেখছি, তাতে বাংলায় আর হিন্দুরা মেজরিটিতে নেই। তথ্য অনুযায়ী গোটা ভারতবর্ষের তুলনায় বাংলার মুসলিমরা সবচেয়ে গরিব ও বঞ্চিত। আর একটা কাশ্মীর তৈরি হচ্ছে। ইলেকশন ২০২১ হ্যাশট্যাগও ব্যবহার করেন তিনি।'

অতিরিক্ত মোদিপ্রীতি দেখাতে গিয়ে হিংসা ছড়াচ্ছে কঙ্গনা। যা বাংলার মানুষ মেনে নেবে না বলে দাবি আইনজীবী সুমিত চৌধুরীর। সেই কারণে অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

কোকেন কাণ্ডে স্বস্তিতে পামেলা

কলকাতা, ৩ মে : ৭৪ দিনের মধ্যে কোকেন কাণ্ডের চার্জশিট পেশ করল কলকাতা পুলিশের নারকোটিক বিভাগ। ১২০০ পাতার চার্জশিটে নাম নেই কোকেন কাণ্ডে ধৃত বিজেপির যুবনেত্রী পামেলা গোস্বামীর। তবে, বন্দর এলাকার প্রভাবশালী বিজেপি নেতা রাকেশ সিংয়ের নাম রয়েছে চার্জশিটে। তাঁর সঙ্গী অমৃতরাজ সিং সহ আরও ৮ জনের নাম চার্জশিটে রাখা হয়েছে। অমৃতরাজই এই কেসের মূল পান্ডা বলে পুলিশের দাবি।

এই বছর ১৯ ফেব্রুয়ারি আলিপুরের এনআর অ্যাভিনিউতে ৭৮ গ্রাম কোকেন সহ পামেলার গাড়ি আটক করে কলকাতা পুলিশ। গ্রেপ্তারও করা হয় তাঁকে। তাঁর সঙ্গে গ্রেপ্তার হন তাঁর বন্ধু প্রবীর দে এবং নিরাপত্তারক্ষী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। ঘটনায় কারা কারা জড়িত তা জানতে টানা জেরা করা হয় পামেলাকে।

আবার আলোচনায় নন্দীগ্রাম। তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠেছে এই শহর। সোমবার টাউন ক্লাবের সামনে নেতাজির মর্মর মূর্তি যেন অসহায় সাক্ষী। – সংবাদচিত্র

একনজরে

শালতোড়ায় গেরুয়া ঝান্ডা ওড়ালেন চন্দনা

কলকাতা, ৩ মে : রাজ্যে ২০০ আসন জয়ের দাবি জানিয়ে শেষে বিজেপির তাবড় নেতারা এখন বিপর্যয়ের কারণ খুঁজতে ব্যস্ত। ঠিক এই সময় তৃণমূলের প্রার্থীকে ৪ হাজার ভোটে হারিয়ে রীতিমতো সোশ্যাল মিডিয়ার নয়নের মণি হয়ে উঠেছেন বাঁকুড়া জেলার শালতোড়ার বিজেপি প্রার্থী চন্দনা বাউরি। ৩০ বছর বয়সি চন্দনার রাজনৈতিকভাবে কোনও দলের প্রতিই তেমন দরদ নেই। জীবনে ভোটে দাঁড়ানোর স্বপ্নও দেখেননি। তাঁর কিছু প্রতিবেশী তাঁকে প্রস্তাব দেন বিজেপির প্রার্থী হওয়ার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে। সেই শুরু।

স্বামী দিনমজুর। তপশিলি এই পরিবার যে ঘরে থাকেন, সেখানে কোনও বিদ্যুৎ নেই। তাঁর এই স্বচ্ছ ইমেজই সাহায্য করেছে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের সন্তোষ কুমার মণ্ডলকে হারাতে। সম্পত্তি বলতে নিজের ৩১ হাজার ৯৮৫ টাকা আর স্বামীর ৩০ হাজার ৩১১ টাকা। বাড়িতে রয়েছে তিনটি ছাগল ও তিনটি গোরু। এগুলি তাঁদের যৌথ সম্পত্তি। চন্দনা তিন সন্তানের জননী।

এই বিধানসভা আসনে আগে বিধায়ক ছিলেন তৃণমূলের স্বপন বাউরি। ২০১৬ সালে তিনি সিপিএমের ষষ্ঠীচরণ বাউরিকে ১২ হাজার ৫২৩ ভোটে হারিয়েছিলেন। এবার স্বপনবাবুর বদলে সন্তোষ মণ্ডলকে প্রার্থী করে তৃণমূল। তাঁকে পরাজিত করার পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় চন্দনাকে শুভেচ্ছাবার্তার অঝোর বর্ষণ শুরু হয়েছে। অমিত শা জানলেনও না তাঁর হেভিওয়েট সেনাপতিরা বিপর্যয় ঠেকাতে না পারলেও শালতোড়ার চন্দনা তাঁর মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

জঙ্গিপুর ও সামশেরগঞ্জের ভোট স্থগিত

কলকাতা, ৩ মে : করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ও রাজ্যে আংশিক লকডাউনের কারণে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের ভোটগ্রহণ পিছিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। সোমবার সন্ধ্যায় কমিশনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই দু'টি কেন্দ্রে কবে নির্বাচন হবে, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশন পরবর্তী সময়ে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করবে বলেও এদিনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এই দুই কেন্দ্রে প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। আগামী ১৬ মে এই দুই কেন্দ্রে ভোট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন হলে করোনা সংক্রমণ আরও বাড়তে পারে বলে সকলেই আশঙ্কা করেছিলেন। সেই কারণেই কমিশন এই সিদ্ধান্ত নিল।

জেরা এড়ালেন বিতর্কিত বিনয়

কলকাতা, ৩ মে : সিবিআই দপ্তরে সোমবার হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল বিনয় মিশ্রের। গোরু পাচার কাণ্ডে তাঁকে জেরা করার জন্য সিবিআই দপ্তরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এদিনই রক্ষাকবচ শেষ হচ্ছে বিনয়ের। হাইকোর্টের নির্দেশেই এদিন বিনয়কে হাজির থাকার কথা ছিল সিবিআই দপ্তরে। তবে ৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও দপ্তরে বিনয়ের দেখা পাননি সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা। পরে ই–মেল মারফত বিনয় জানান, করোনা আবহে বাইরে বেরোচ্ছেন না তিনি। চাইলে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তাঁকে জেরা করতে পারে সিবিআই। যদিও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা পালটা মেল করে জানান, ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে নয়, হাজিরা দিতে হবে তাঁকে।

নির্বাচনে নীরবে কাজ করল 'নো ভোট টু বিজেপি' হ্যাশট্যাগ

বিপ্রর্ষি চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ মে : দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে শুরু করে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁদের 'শহুরে নকশাল' বলেন। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে তাঁরা বিজেপির বিরুদ্ধে কখনও পথে নেমে প্রতিবাদ করেছেন, কখনও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে সরব হয়েছেন। তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে নানা সময় শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নিয়েছে সরকার। তবু তাঁরা দমে যাননি। বরং এনআরসি–সিএএ বিরোধী আন্দোলন এবং নয়া কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে যে আন্দোলন হয়েছে, তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন পূর্ণশক্তি নিয়ে। তাঁদের মধ্যে যেমন আছেন কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীরা। তেমনই রয়েছেন সমাজের বিশিষ্টজন, শিক্ষক, অধ্যাপক, অভিনেতা, নাট্যকর্মী, কবি–সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা।

বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁরাই পথে নেমেছিলেন 'নো ভোট টু বিজেপি' স্লোগান গলায়। সামাজিকমাধ্যমের দেওয়ালজুড়ে হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছিল 'নো ভোট টু বিজেপি' নিয়ে। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, বাংলার মতো রাজ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তি, ফ্যাসিবাদী শক্তিকে রুখতে হবে। কলকাতার বুকে তাঁরা তাঁদের স্লোগানকে সামনে রেখে ফ্যাসিবাদ বিরোধী মিছিল সংগঠিত করেছিলেন। দলমত নির্বিশেষে বহু মানুষ সেই মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন।

তাঁদের আন্দোলনে মিশে গিয়েছে বাংলার সেলেব্রিটিদের সুর। অনির্বাণ ভট্টাচার্য, সব্যসাচী চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়, কৌশিক সেন, রেশমি সেন, ঋদ্ধি সেন, সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়রা 'আমি অন্য কোথাও যাব না, আমি এই দেশেতেই থাকব' গান গেয়ে ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সাম্প্রদায়িকতা ও এনআরসি বিরোধিতায় সরব হন।

লাগাতার বিজেপি বিরোধী প্রচার যে বাংলার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে নির্বাচনি ফলাফল তেমনটাই ইঙ্গিত করছে।

সেই আন্দোলনের কর্মীরা কী বলছেন? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক প্রিয়স্মিতা (তিনি নিজস্ব সিদ্ধান্তে পদবি ব্যবহার করেন না) বলেন, 'বাংলার মানুষের কাছে বিজেপির বিপদ, তাদের প্রকৃত রূপ তুলে ধরাটা আমাদের দায়িত্ব ছিল। হয়তো গ্যাসের দাম বাড়লে কিংবা এনআরসি নিয়ে হইচই হলে মানুষের নজরে আসে। কিন্তু এর বাইরেও বিজেপি মানে বেসরকারিকরণের বিপদ, সাম্প্রদায়িকতার বিপদ, দেশ বিক্রির পরিকল্পনা। আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে সেই বিপদ মানুষের কাছে তুলে ধরে বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলাম। মানুষ সেই আবেদন গ্রহণ করেছেন।' কিন্তু বিজেপি বিরোধী ভোট শুধুমাত্র তৃণমূলে পড়ল কেন? তাঁর উত্তর, 'বিজেপির বিপদের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বাম–কংগ্রেস তাদের যোগ্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা তো বলিনি আপনারা তৃণমূলকে ভোট দিন। আমরা শুধু বলেছিলাম, বিজেপিকে ভোট নয়। মানুষ মনে করেছেন একমাত্র তৃণমূলই এ রাজ্যে বিজেপিকে আটকাতে পারবে, তাই তাঁরা তৃণমূলকে বেছে নিয়েছেন।' তাঁর সংযোজন, 'আমাদের আবেদন তো সকলের জন্য ছিল। সিপিএম যদি এর বিরোধিতা বা সমলোচনা না করে সমর্থন করত তাহলে বিজেপি বিরোধী পরিসরটুকুও পেত না।'

শিবপুর আইআইইএসটি (পূর্বতন বি ই কলেজ)–র কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের ছাত্র অনীক গায়েন বলেন, 'আমাদের স্লোগানের মূল লক্ষ্য সারা দেশে বিজেপি যে কায়দায় সরকার চালাচ্ছে, বাংলায় যেন তারা ঢুকতে না পারে। এ রাজ্যে বিজেপির বিকল্প শক্তিশালী শক্তি ছিল তৃণমূল। তাই মানুষ তৃণমূলকেই ভোট দিয়েছেন।'

ওই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের ইলেক্ট্রিকাল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র স্বর্ণাভ চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা ফ্যাসিস্ট শক্তিকে আটকাতে স্লোগান ঠিক করেছিলাম। বাংলার মানুষ তাকে গ্রহণ করেছে। ভালো ব্যাপার। তবে যারা ক্ষমতায় এলেন, তাদেরও ফ্যাসিস্টধর্মী প্রবণতা রয়েছে। সেই প্রবণতা যদি মাথাচাড়া দেয়, তাহলে আমাদের আবার রাস্তায় নামতে হবে। যাই হোক আপাতত বিপদটা ঠেকানো গিয়েছে। পাঁচটা বছর সময় আছে, আবার ভুলত্রুটিগুলি শোধরানোর জন্য রাস্তায় নামার সময় পাওয়া গেল।'